* বিজয়া *

নজরুল ইসলাম

গান

বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো ফিরে আয় ফিরে আয়।
আনন্দিনী গিরি-নন্দিনী! শিব-লোকে অমরায়
ফিরে আয় ফিরে আয়॥

কৈলাসে শিব যাপিতেছে দিন
শব সম, হয়ে শক্তি-বিহীন
সপ্ত স্বর্গ দেব-দেবী কাঁদে আঁধারে মা নিরাশায়॥
(বিশ্বে ধরণীর সন্তানের আর্ত্ত মিনতি শোনা যাইতেছে)
যাস্‌নে মা, ফিরে যাস্‌নে জননী ধরি দুটী রাঙা পায়,
শরণাগত দীন সন্তানে ফেলি ধরার ধূলায়।
মোরা অমর নহি মা দেবতাও নহি
শত দুখ সহি ধরণীতে রহি'
মোরা অসহায়! তাই অধিকারী মাগো তোর করুণায়॥
দিব্যশক্তি দিলি দেবতারে মৃত্যু-বিহীন প্রাণ
তবু কেন মাগো তাহাদেরি তরে তোর এত বেশী টান!
আজো মরেনি অসুর মরেনি দানব,
ধরণীর বুকে নাচে তাণ্ডব,
সংহার নাহি করি' সে অসুরে কেন যাস বিজয়ায়॥

জনৈক দেবতা॥ আমরা দেবতা হ'লে কি হবে, কথায় আর কান্নায় ধরণীর মানুষকে জিত্‌তে পার্‌ব না।

মানুষ॥ মা গো! জানি আমরা দুর্ব্বল! রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, অভাব ঋণে নিত্য জর্জ্জরিত। আমাদের আয়ু শেফালি ফুলের মত,—সন্ধ্যায় ফোটে, সকালে যায় ঝ'রে। তবু তারি মাঝে ডাকি তোকে, এই মায়া এই অবিদ্যার উর্দ্ধে তু'লে নিয়ে। ফুল ঝরে, তার আশা থাকে, পূজারী তাকে কুড়িয়ে স্থান দেবে দেবতার পায়ে, কিন্তু মানুষের জীবনে আজসে আশাও গেছে ফুরিয়ে।

দেবতা॥ দেখেছিস্ বল্‌ছিলাম না, ওরা কান্না আর চাটু-বাদের জোরেই জিতে গেল!

মানুষ॥ আমরা অসহায়, তাই ছেলে-ভুলানো খেলনা দিয়ে রাখিস্ ভুলিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে। মাতৃহীন শিশু-সন্তানকে ফেলে দিস্ দাসীর কোলে, কান্না ভুলাতে দিস্—হাতে চুসি-কাঠী!

দেবতা॥ এই রে-সেরেছে! ওরা যা কান্না জু'ড়ে দিয়েছে, তাতে মা দয়াময়ী এতক্ষণ গলে গঙ্গাজল হয়ে গেছেন বুঝি! দে ওদের শীগ্‌গীর রাগিয়ে দে। ওরা একবার রেগেও যদি মাকে চ'লে যেতে বলে, অমনি মা ছলনাময়ী পালিয়ে আস্‌বেন।

মানুষ॥ ঐ শোন্, আমাদের মত হতভাগ্য একদল সন্তান মাকে ভাসিয়ে দিয়ে গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে—

(ধরার মানবের গান)

মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে, কেমনে রহিব ঘরে।
শূন্য ভবন শূন্য ভুবন কাঁদে হাহাকার ক'রে॥
মা যে নদীর জলতরঙ্গ প্রায়
ভরা কূলে কূলে, তবু ধরা নাহি যায়।
রাখিতে নারিনু পাষাণীরে মোরা
পাষাণ-দেউলে ধ'রে॥

মানুষ॥ সত্যই যদি মা পাষাণী হয়, তবে তার সন্তানও হোক পাষাণ। তারাও হোক অনুভূতিহীন নির্ম্মম। হাঁ, এই আমাদের সাধনা, নিষ্ঠুর হস্তে এই পাষাণের বুক চিরে বহাব স্নেহের নির্ঝরিণী-ধারা।

(ধরার মানুষের গান)

মোরা মাটীর ছেলে, দুদিন পরে মাটীতে মিশাই।
আসে খড়ের প্রতিমা হয়ে মা আমাদের তাই॥
সে কঁয়না কথা, দেয়না স্নেহ-কোল
মা মা ব'লে যতই কেন বাজা না ঢাক ঢোল,
তোর ক্ষুধা তৃষ্ণার্ জ্বালা মেটে হয়ে শ্মশান-ছাই॥
সে দেবতাদের চিন্ময়ী মা, অসুর পায় দেখা
মার অসুরও পায় দেখা,
মার জড় পাষাণ মূর্ত্তি হেরে শুধু মানুষ একা রে
ভাই, শুধ্ মানুষ একা!
মো'রা ম'রে এবার আস্‌ব অসুর হয়ে
মুণ্ড মোদের দুল্‌বে রে ভাই মা'র কণ্ঠে রয়ে—
নাই বিসর্জ্জন যে জননীর, (সেই) মাকে মোরা চাই॥

(জনৈক ভিখারিণীর গান)

খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা,
মাকে ত তোরা পূজিস্‌নে।
প্রতি মা'র মাঝে প্রতিমা বিরাজে
হায় রে অন্ধ বুঝিস্‌নে॥
বছর বছর মাতৃপূজার ক'রে যাস্ অভিনয়
ভীরু সন্তানে হেরি লজ্জায় মা যে পাষাণময়॥
মাকে জিনিতে সাধন-সমরে সাধক ত কেহ যুঝিস্‌নে॥
মাটীর প্রতিমা গ'লে যায় জলে, বিজয়ায় ভে'সে যায়,

কবি নজরুল ইস্‌লাম

আকাসে বাতাসে মা'র স্নেহ জাগে অতন্দ্র করুণায়।
তোরই আশে পাশে তাঁর কৃপা হাসে
(কেন) সেই পথে তাঁরে খুঁজিস্‌নে ॥

মানব ॥ কে তুমি মা, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।

ভিখারিণী ॥ আমি ভিখারিণী। আমার দুর্ব্বৃত্ত ছেলেরা আমায় তাড়িয়ে দিয়ে আমায় মৃতা ব'লে ঘটা ক'রে মাতৃশ্রাদ্ধ কর্‌ছে, তাই দেখ্‌তে এসেছি।

জনৈকা নারী ॥ মা! মাগো! আমি তোকে চিনেছি।
মা ছলনাময়ী।—

ভিখারিণী ॥ চুপ্‌! তুই ত চিন্‌বিই, তুই যে আমারই শক্তির এই মাতৃশ্রাদ্ধের অভিনয়ে মা, তুইও যোগ দিস্‌নে, যদি পারিস ক্ষমতী শক্তিরূপে আমার এই সব জড় সন্তানদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার কর্‌।

মানব ॥ এ কি! একি! ভিখারিণী কোথায় গেল! ও যেন দেবী মূর্ত্তির মাঝে—

নারী ॥ (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) হাঁ ভিখারিণী দেবী-মূর্ত্তির মাঝে বিলীন হয়ে গেল! তোমরা রাঙতার ঐশ্বর্য্য দিয়ে যে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীদুর্গার বছর বছর পূজার অভিনয় কর তিনি ভিখারিণী হয়ে দ্বারে দ্বারে তোমাদের জন্য শক্তি ভিক্ষা কল্যাণ কামনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁরই পূজা-মণ্ডপে শিব-শক্তি আসেন ভিখারি ভিখারিণীর রূপে, তোমরা মাটীর প্রতিমা পূজা কর, তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখ্‌তে পাওনা, মাকে পাওনা।

পুরুষ ও নারীদের গান

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্য হয়ে রইবি ঘরে, হবেনা তোর বিসর্জ্জন ॥
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদী, মা তোর পীঠস্থান,
(সেথা) শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে
পাত্‌ব মা তোর সিংহাসন ॥
সেথা রইবেনাকো ছোঁওয়াছুঁয়ি উচ্চনীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিবে মাতৃনামের বেদ।
(মোরা) এক জননীর সন্তান সব, জানি
ভাঙব দেয়াল, ভুল্‌ব হানাহানি,
দীন দরিদ্র রইবেনা কেউ,
সমান হবে সর্ব্বজন ॥
বিশ্ব হবে মহা-ভারত নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন ॥